জাতীয় বিবেক শেখ হাসিনা বন্দি কেন?
সোনা কান্তি বড়ুয়া

যুগে যুগে রাজনৈতিক সংকটে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে অত্যাচারিত বিবেকের কান্না শুনে জনগণ মন জেগে ওঠে। ইতিহাসের উদয় লগ্নেই বাংলাদেশ তার অশেষ যাত্রা শুরু করেছিল তার অনন্ত বাঁধা বিপত্তির প্রশ্নের সমাধানের সন্ধানে। রবি ঠাকুরের কবিতায় আমরা পড়েছি,

”বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান।
বাঙালির প্রান, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,
এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান।”

লোভ দ্বেষ মোহের আঁধারে কোন ধর্মেরই অস্তিস্ত্ব নেই। বার বার অনেকবার রাজনীতির মঞ্চে মন্ত্রীদের পুলিশ ভদ্রসমাজে জগন্য আচরন করে ক্রীতদাসের হাসি দেখায় পাশবিক শক্তির জোরে। ছি: সরকার! ছি:। বাঙ্গালির দুর্ভাগ্যে পায়ের নিচের জমিকে ধর্মান্ধরা লুট করে নিয়ে আমাদের জাতীয় বিবেক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে কারার ঐ লৌহকপাটে বন্দি করে রেখেছে সপ্তাহ খানেক আগে। তাই দেশের জন গণ মনের প্রতিবাদী কন্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে:

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, করবে লোপাট রক্ত জমাট
শিকল পূজোর পাষানদেবী।
ওরে ও তরুন ঈশান,
বাজা তোর প্রলয় বিষান
ধ্বংস নিশান,
উড়ুক প্রাচী’র প্রাচীর ভেদি।

রাজনীতির দালালদের বিবেকের দংশণ নেই। বঙ্গবন্ধু পাষাণ কারা ভেঙ্গে আমাদেরকে স্বাধীণতার অমৃত ভান্ড দান করে গেছেন। আমরা কি স্বাধীনতার অমৃতের সাধ ভোগ করতে পেরেছি? প্রশ্ন হলো, শান্তিময় ধর্মকে জামায়াত তরোয়ালের মতো ব্যবহার করে আমাদের স্বাধীনতা সহ জাতির পিতাকে স্বপরিবারে খুন করে বাংলার জনগনমনের ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমূলে ধংস করে রাজনীতির সিংহাসন অধিকার করে দিনের পর দিন জোট সরকার উন্মত্ত তান্ডবলীলায় বাংলাদেশের মানবতার অনিষ্ঠ সাধন করেছিল।

জোট সরকার রক্ষক হয়ে দেশের ভক্ষক হ'ল কেন? বানরের পিঠা ভাগের মতো্ খালেদা জিয়ার জোটসরকার বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনকে শুধু টাকার জন্য ব্যবহার করেছে। সাবেক জোট সরকারের বিচার কবে? বাঙালির দুর্ভাগ্যের পরিহাসে বিগত পাঁচ বছরের পরে হাওয়া ভবনের রাজপুত্র তারেকের নেতৃত্বে লুটপাট ৪ লক্ষাধিক কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীগণ দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং এর শেকড় খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুর্নীতিবাজরা মনে করেন যুগে যুগে অর্থ, পেশী, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে তো এভাবে সত্য পালটায়, যেমন শেখ হাসিনাকে জেলে বন্দি করে রাজাকারগণ সিংহাসন দখল করবে। জেঃ জিয়াউর রহমান এবং জেঃ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রদ্রোহী রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর রাজনৈতিক সুনামীর ঢেউ দিয়ে পাহাড়ী জনগনের অস্তিত্ব শেষ হবার পথে। তখন থেকে শুরু হ'ল বনখেকো রাজনীতি। পাহাড়ে মসজিদ নির্মানের নাম দিয়ে পাহাড় কেটে ইসলামিক মৌলবাদীদের জন্য পাহাড়ীদের সম্পদ লুটে নেবার হাজার হাজার শাখা প্রশাখা গড়ে উঠলো। ধর্মের নামে পাহাড়ী জনতার জান মাল লুঠ হ'ল। দেশের উক্ত বিষাদ সিন্ধুময় ঘটনা "কর্ণফুলীর কান্না " শীর্ষক ডকুমেন্টারীতে অব্যক্ত বেদনা ছবি হয়ে আছে। দুর্নীতির জন্মদাতা জেঃ এরশাদ, মতিউর রহমান নিযামি সহ জামায়াত নেতাগণ কি ধোয়া তুলসি পাতা? যত দোষ নন্দঘোষ শেখ হাসিনার। ইহা কেমন দুর্নীতি দমনের আজব দাস্তান। দুর্নীতি দমন মানে "দূর্বলেরে রক্ষা কর, দূর্জনেরে হা'ন।"

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ২০০১ সালে নির্বাচণের পর সংখ্যালঘু জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জোট সরকারের মদমত্ত রাজনৈতিক টর্নেডো। একদিকে যেমন মানুষের রক্তে হোলিখেলা হলো মাটির উপর তেমনি আরেক দিকে মা বোনের ইজ্জত পর্যন্ত অব্যাহতি পেলোনা ভোগ লালসা থেকে। মানুষের দরবারে অত্যাচারিতের দুঃখের দহনে করুণ রোদনভরা ফরিয়াদে বাংলার আকাশ বাতাস কেঁদে কেঁদে গুমরে উঠেছিল। সেই অত্যাচারীদের বিচার করার দেশে কেহ নেই। আগামী নির্বাচনের পরও কি ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গীরা সংখ্যালঘুদেরকে আক্রমণ করবে?

লেখক এস. বড়ুয়া প্রবাসী রাজনৈতিক ভাষ্যকার, বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ও কলামিষ্ট।